যুগান্তর

তারিখ ... NOV 14 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ১...

৮০

শেকৃবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ
ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ

শেকৃবি প্রতিনিধি

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত তিনদিন ধরে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগের দফায় দফায় সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে ব্যর্থ হয়ে কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটের জরুরি সভা ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে ক্যাম্পাসে মাইকিং করে বিকাল সাড়ে ৩টার মধ্যে সব আবাসিক ছাত্রকে হলত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত এক আদেশে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

চলমান অবরোধের মধ্যে হঠাৎ করে প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগের নির্দেশে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ঢাকায় যাদের কোন বিকল্প বাসস্থান নেই এমন শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়।

এদিকে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের পর ক্যাম্পাসে মোতায়েন অতিরিক্ত দাঙ্গা পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের পর এক

বন্ধ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

বন্ধ : শেকৃবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সমাবেশে ছাত্রলীগ সভাপতি নাসিরউদ্দিন কাওসার বলেন, ক্যাম্পাস বন্ধ হলেও তারা ঢাকায় অবস্থান করবেন এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-শিবিরের অবৈধ অনুপ্রবেশসহ প্রশাসনের সব অনিয়ম-দুর্নীতি যে কোন মূল্যে প্রতিহত করবেন। তিনি নেতাকর্মীদের সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। ছাত্রদল ও শিবির নেতারাও যে কোন মূল্যে ছাত্রলীগকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এর আগে রোববার ক্যাম্পাসে সারাদিন অবস্থান ধর্মঘটের পর ছাত্রলীগ কবি নজরুল হক ও সিরাজউদ্দৌলা হল দখল করে এবং ছাত্রদল-শিবির শেরেবাংলা হলে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। বেলা ১১টার দিকে ছাত্রলীগ শেরেবাংলা হলে আসতে চাইলে ছাত্রদল ও শিবির কর্মীরা বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। ছাত্রলীগও পাল্টা জবাব দেয়। এ সময় আবারও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হলগুলোতে আটকেপড়া উভয় পক্ষের বেশক'জন কর্মী প্রতিপক্ষের বেধড়ক পিটুনির শিকার হয়। কোনভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে প্রশাসন দুপুরে তড়িঘড়ি সিন্ডিকেটের জরুরি সভা ডেকে আবাসিক হলসমূহ বন্ধ ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে পুলিশের সহায়তায় উভয়পক্ষের নেতাকর্মীরা হল ত্যাগ করলে তিনদিনের বিরাজমান পরিস্থিতির অবসান ঘটে। এদিকে ১২ নভেম্বর থেকে চলমান ভর্তি ফরম বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য ড. এএম ফারুক যুগান্তরকে জানান। তবে কবে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় আবার খুলে দেয়া হবে সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি।